প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮

অগণতান্ত্রিক ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী

‘প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইন ’১৮’ শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ সংশোধনের দাবিতে ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি কার অটোটেম্পু, অটোরিক্সা ইউনিয়নের মিছিল

প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইন ’১৮ এর শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ সংশোধন করে নিয়োগপত্র প্রদানের আইন লঙ্ঘনকারী মালিকসহ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সকল পক্ষকে শাস্তির আওতায় আনা এবং ট্যাক্সি ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল এবং বাড্ডা উপকমিটির উপদেষ্টা খায়রুল আলমের উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে ৩১ আগস্ট ’১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিক্সা চালক-শ্রমিক ইউনিয়ন এর উদ্যোগে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহাজালাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, শ্রমিকনেতা এ.আর.আলমগীর, নজরুল ইসলাম বাবলু, হাবিবুর রহমান হাবিব, রফিকুল ইসলাম রফিক, রুবেল মিয়া, রোকন আলী আকাশ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার জন্য বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা, সড়ক, গাড়ি, পথচারী, গাড়ির মালিক ও গাড়িচালকসহ সকল পক্ষের দায় আছে। কিন্তু শুধুমাত্র গাড়িচালকদের উপর সব দায় চাপানোর মানসিকতা দ্বারা আইন প্রণয়ন করলে তা দুর্ঘটনা কমাবে না। ঝুঁকিপূর্ণ সড়ক নির্মাণ, মুনাফালোভী মালিক, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, আইন লঙ্ঘনকারী গাড়িচালক, অসচেতন বা দাম্ভিক যাত্রী, পথচারী এই সব বিষয়কে বিবেচনা করে আইন ও শাস্তির বিধান করতে হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে এক্ষেত্রে তার প্রতিফলন আমরা দেখছি না। প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইন ’১৮ এর ১৩ নং ধারায় শ্রমিকদের নিয়োগপত্র বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তা শ্রম আইন ২০০৬ এর ৫ নং ধারার বক্তব্যের অনুরূপ যেখানে আইন লঙ্ঘনকারী মালিকের শাস্তির বিধান নেই। মালিকের শাস্তির বিধান না থাকায় এখন থেকে ১২ বছর আগে পাশ হওয়া শ্রম আইন ২০০৬ যেমন কার্যকর হয়নি একই ভাবে মালিকরা সড়ক পরিবহন আইন ’১৮-কেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুসারে নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় যুক্ত চ্যালেঞ্জার পরিবহনের বাসটি ২৬ বছর ধরে রুটপারমিট ছাড়াই চলাচল করছিল এবং বাসটি ভাঙারি হিসাবে নিলামে কেনা হয়েছিল অথচ বাসটিকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছিল। এই রুট পারমিট বা ফিটনেস সার্টিফিকেটের সাথে গাড়িচালকের কোন সম্পর্ক না থাকলেও প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইনের ৭৫ ও ৭৭ নং ধারায় এই অপরাধে গাড়িচালকের শাস্তির বিধান করা হয়েছে। অথচ বিআরটিএ এর দায়ী কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক সার্জেন্টের শাস্তির কোন বিধান প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইন ’১৮-তে নেই।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রস্তাবিত আইনে লাইসেন্সের পয়েন্ট কাটার এমন কিছু বিধান যুক্ত করা হয়েছে যা সড়ক পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরার ব্যবস্থা না করে বাস্তবায়ন করতে গেলে তা গাড়িচালকদের জিম্মি করার শামিল হবে। আর জিম্মি কোন ব্যাক্তির কাছ থেকে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না।

নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ছাত্রদের নিরাপদ সড়কের দাবিতে যৌক্তিক আন্দোলনের চাপে সরকার সড়ক দুর্ঘটনার সকল দায় শুধুমাত্র গাড়িচালকদের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে। দেশের অর্থনীতির প্রাণ পরিবহণ ব্যবস্থা গাড়িচালকদের সেবা ছাড়া সচল থাকতে পারে না। সুবিধাভোগী মানসিকতা থেকে গাড়িচালকদের অবদানের কথা বিবেচনা না করে তাদের ঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমনকি হামলা-নির্যাতন করে ভয় দেখিয়ে চালক-শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ১০ আগস্ট ’১৮ রাত্রে মধ্যবাড্ডায় সরকারদলীয় পরিচয়ে সন্ত্রাসীরা ‘ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিক্সা চালক-শ্রমিক ইউনিয়ন’ এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল এবং বাড্ডা উপকমিটির উপদেষ্টা খায়রুল আলমের উপর নির্যাতন চালায়। নেতৃবৃন্দ হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানিয়ে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার জন্য গাড়িচালক ছাড়াও পরিবহন মালিক, যাত্রী, সড়ক নির্মাণকারী ঠিকাদার ও সড়ক পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এবং অসচেতন বা বেপরোয়া পথচারীর দায় থাকতে পারে। তাই, প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইনে সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সব পক্ষগুলিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।